সংবাদ » দেশ

পাইকপাড়া সর. প্রাথ. বিদ্যালয়

পটিয়ায় জাল সনদে দপ্তরির চাকরি

সংবাদ : প্রতিনিধি, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

| ঢাকা , বুধবার, ০৬ নভেম্বর ২০১৯

চট্টগ্রামের পটিয়া সদরের পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাল সার্টিফিকেটে দপ্তরী পদে চাকুরী করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্কুল কমিটির মতামতকে উপেক্ষা করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোতাহের বিল্লাহসহ একটি চক্র রাজনৈতিক মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এমদাদ হোসেন নামের এক ব্যক্তি নিয়োগ দেয়ার প্রমান পাওয়া গেছে। চাকুরি নেয়ার পর এমদাদ গড়ে তোলেন পটিয়া উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় অফিস সহায়ক সমিতি । পরে এই সমিতির সভাপতি হন তিনি । এমদাদের বিরুদ্ধে স্কুলে নিয়মিত না আসা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে খারাপ ব্যবহার, স্কুলের শিক্ষকদের কথা না শুনাসহ বিভিন্ন অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, পটিয়া সদরের পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ২০১২ সালে চতুর্থ

শ্রেণির কর্মচারী পদে নিয়োগ বিজ্ঞাপ্ত আহ্বান করা হয়। এতে স্থানীয় প্রয়াত আব্দুল গফুরের ছেলে আব্দুল করিম, কাজল দাশের ছেলে প্রকাশ দাশ, আব্দুল মজিদের ছেলে মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন, আবুল খায়েরের ছেলে মো. রিজুয়ানুল হক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আব্দুল করিম ১ম, প্রকাশ দাশ ২য়, এমদাদ হোসেন ৩য়, রিজুয়ানুল হক ৪র্থ স্থান নির্ধারণ হয়। নিয়োগ কমিটির সভাপতি ছিলেন তৎকালীন স্কুল কমিটির সভাপতি মুজিবুল হক চৌধুরী,তৎকালীন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শামীম আরা, হাইদাগাও হেন্ডস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলুয়ারা বেগম। তারা প্রথম স্থান অধিকারকারী আব্দুল করিমকে নিয়োগ দেয়ার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠান। এতে প্রথম স্থান অধিকারকারীকে নিয়োগ না দিয়ে তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোতাহের বিল্লাহসহ কিছু ব্যক্তি তৃতীয় স্থানে থাকা এমদাদ হোসেন নিয়োগ দেয় গত ২০১৩ সালের ২ জানুয়ারি। এছাড়া এমদাদ হোসেন শাহ আমির উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ৮ম শ্রেণির সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত এমদাদ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান আইনগতভাবে যা হওয়ার হবে । এ বিষয়ে আমাকে এখনো পর্যন্ত কোন চিঠি পত্র বা অফিসিয়ালভাবে জানানো হয়নি। এই সার্টিফিকেট জাল ও ভুয়া বলে দাবি করেছেন

শাহ আমর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম এ কে জাহাঙ্গীর। এ সংক্রান্ত একটি চিঠি গত ২০ নভেম্বর তদন্ত কমিটিকে জানিয়েছেন। এমনিক গত ২০১১ সালের ৫ জুন ইস্যুর তারিখ দেখানো হয়েছে ঐ তারিখে স্কুলও বন্ধ ছিল এবং প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল এবং ঐ নামের কোন ছাত্র উক্ত স্কুলে ছিলনা বলে উল্লেখিত প্রতিবেদনে দাবি করেন। নিয়োগ কমিটির সভাপতি মজিবুল হক চৌধুরী বলেন, যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে তাকে নিয়োগ দেয়ার জন্য সর্বসম্মতি ক্রমে সুপারিশ করেছিলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক চক্রবর্ত্তী বলেন, এমদাদের নিয়োগের অনিয়ম ও জাল জালিয়তির বিষয়টি আমাদের হাতে ধরা পড়েছে,আমরা অফিসিয়ালভাবে আমাদের শিক্ষা অফিসারকে জানাব। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু আহমদ বলেন,পাইকপাড়া স্কুলের দপ্তরী আমার আগে যে দায়িত্বে ছিলেন উনি নিয়োগ করেছেন। এলাকার লোকজন ও কমিটির অভিযোগটি আমরা তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান